বিশেষপরিষেবাওনিবন্ধ

তৃতীয় জাতীয় তাঁত শিল্প দিবস উদযাপন
রুটির পরেই মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রয়োজন হচ্ছে কাপড়ের

Posted On: 13 OCT 2017 2:26PM by PIB Kolkata

ডঃ এস কে পান্ডা

রুটির পরেই মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রয়োজন হচ্ছে কাপড়ের। প্রাগৈতিহাসিক সময়ে মানুষেরা প্রচন্ড ঠান্ডা বা গরমের হাত থেকে বাঁচতে গাছের বাকল এবং বিভিন্ন প্রাণীর চামড়া ব্যবহার করত। মানব-সভ্যতা অভিব্যক্তির অন্যতমগুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তুলো, উল এবং রেশম আবিষ্কার। একই সঙ্গে, কিভাবে এইসব জিনিস থেকে সুতো কাটা যায় এবং কাপড় বোনা যায়, তাও আবিষ্কৃত হয়। ভারতের তাঁত শিল্পের এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রয়েছে। প্রত্যেক রাজ্য এবং অঞ্চলের বিভিন্ন ধরণের তাঁতেরকাপড় বোনার নিজস্বতাও রয়েছে। যেমন – পশমিনা শাল হচ্ছে লে, লাদাখ এবং কাশ্মীরউপত্যকার নিজস্ব বয়নদ্রব্য। অনুরূপভাবে, হিমাচল প্রদেশের কুলু শাল, পাঞ্জাবেরফুলকারি এবং পাঞ্জা বয়ন, হরিয়ানার পঞ্চচুলি বয়ন শিল্প, রাজস্থানের শিসা বয়ন শিল্প,উত্তর প্রদেশের বিখ্যাত বেনারসী এবং চিকনকারী, বিহারের ভাগলপুরী রেশম শিল্প,গুজরাটের বন্ধনী, মহারাষ্ট্রের পৈথানি, কর্ণাটকের মহীশূর রেশম শিল্প, কেরলেরকাসাভু, তামিলনাড়ুর কাঞ্জিভরম এবং কলমকারি, তেলেঙ্গানার ও অন্ধ্রপ্রদেশেরপোচামপাল্লি, মধ্যপ্রদেশের চান্দেরী এবং মাহেশ্বরী, ওড়িশার সম্বলপুরের ইকাত,পশ্চিমবঙ্গের জামদানী, অসমের মুগা রেশম, নাগাল্যান্ডের নাগা শাল, ত্রিপুরার রিয়া ওপাছড়া, মিজোরামের পুয়ান কটিবস্ত্র প্রভৃতি বয়ন শিল্প ভারতের হাতে বোনা তাঁতেরবৈচিত্র্য এনেছে।

কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী এবং কচ্ছ থেকে কাছাড় পর্যন্ত দেশে বিভিন্নঅঞ্চলের নিজস্ব তাঁতজাত কাপড় রয়েছে, যা ভারতে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সুরেদেশবাসীকে গর্বিত করে। এই সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং বাঁচিয়ে রাখাএকটি জাতীয় পর্যায়ের কর্তব্য। এর জন্য গ্রাহক, উৎপাদক, রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারেরসক্রিয় উদ্যোগ প্রয়োজন। মানুষের মৌলিক প্রয়োজন মেটানো ছাড়াও হস্তচালিত তাঁত আমাদেরদেশের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের অঙ্গ। প্রকৃত প্রস্তাবে হস্তচালিত তাঁতের কাপড়, তার অসাধারণনক্শা সহ বিদেশি শাসকদের কাছে, সোনা ও হীরের গয়নাগাটি এবং মশলার থেকেও বেশি দামিহিসাবে ঈর্ষার বস্তু হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ বস্ত্রবয়ন শিল্পকে সুরক্ষিত রাখতে বাংলারসুদক্ষ তাঁতিদের আঙুল কেটে নেওয়ার ঘটনা শোনা যায়। তবে, শিল্প বিপ্লবের পরবর্তীসময়ের নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবনের ফলে যন্ত্রচালিত তাঁত এবং বড় বড় কাপড়ের কল ভারতেরতাঁতশিল্পের মর্যাদাকে বিগত দশকগুলিতে ব্যাপকভাবে ধাক্কা দেয়।

২০০৯-১০ সালের তৃতীয় হস্তশিল্প শুমারী থেকে জানা গেছে যে, দ্বিতীয়হস্তশিল্প শুমারী (১৯৯৫-৯৬) থেকে এ পর্যন্ত দেশে তাঁতের সংখ্যা প্রায় ৩১.৮ শতাংশহারে বা ২৩ লক্ষ ৭৭ হাজার কমে গেছে। অনুরূপভাবে, এই সময়কালে তাঁতি ও তাঁত শ্রমিকেরসংখ্যাও ৩৩ . ৮ শতাংশ বা ৪৩ লক্ষ ৩১ হাজার কমেছে। তবে, দ্বিতীয় তাঁত শুমারীতে পূর্ণসময়ের জন্য তাঁতের ওপর নির্ভরশীল কর্মীর সংখ্যা ৪৪ শতাংশ থেকে তৃতীয় শুমারীর সময়বেড়ে ৬৪ শতাংশ হয়েছে। এটি একটি সদর্থক ঘটনা। অন্যদিকে, তাঁতিদের ৭০ শতাংশ মহিলাএবং অধিকাংশ তাঁতি অনগ্রসর শ্রেণী থেকে আসার ফলে এই শিল্পের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণসামাজিক তাৎপর্য রয়েছে।

যদিও তাঁত শিল্প আমাদের দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অঙ্গ, তবুও মুক্ত বাজারঅর্থনীতিতে যে কোনও পণ্যদ্রব্যের বিপণন ক্ষমতা নির্ভর করে গুণমান এবং মূল্যের ওপর।নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কারের ফলে যন্ত্রচালিত তাঁত ও বড় বড় কারখানায় উৎপাদিত তন্তুজদ্রব্যের পরিমাণ দিন দিন বেড়ে চলেছে। এই ধরণের তন্তুজ দ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায়খোলা বাজারে টিকে থাকতে হলে তাঁতজাত দ্রব্যকে গুণমান ও নক্শার দিক থেকে এগিয়েথাকতে হবে। ধনী উচ্চবিত্ত সমাজের মানুষেরা অভিনব ধরণের এথনিক শ্রেণীর হাতে বোনাতন্তুজ দ্রব্য বেশি অর্থ দিয়েও কিনতে চান। এই প্রবণতায় হস্ত চালিত তাঁত শিল্পকেযন্ত্র চালিত বস্ত্রবয়নের থেকে এগিয়ে রেখেছে। এরকম এক পরিস্থিতিতে হস্ত চালিত তাঁতশিল্পীদের পর্যাপ্ত আর্থিক এবং টেকনিক্যাল সহায়তা দিয়ে ক্ষমতায়নের উদ্যোগ৭এরপ্রয়োজন দেখা দিয়েছে। হস্ত চালিত তাঁত শিল্প যাতে ভর্তুকি-ভিত্তিক সহায়তারব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে নিজের জোরেই এগিয়ে যেতে পারে, তা সুনিশ্চিত করা দরকার।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনা ও নেতৃত্বেরসুবাদে হস্ত চালিত তাঁত শিল্পকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং খাদি এবংহস্ত চালিত তাঁত শিল্পের উন্নয়নকে জাতীয় গর্বের এক বিষয় হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টাচালিয়ে যাচ্ছেন। একই সঙ্গে, লক্ষ লক্ষ তাঁত শিল্পী যাতে বহু প্রাচীন এই তাঁতশিল্পকে নির্ভর করে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন, তারও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।তাঁত শিল্পের সামাজিক মর্যাদাদান এবং তাঁদের উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যের গুণমান বৃদ্ধিকরে আয় বাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এইসব উদ্যোগের ফলে যুবসম্প্রদায়ও এই পেশার প্রতিআকৃষ্ট হচ্ছেন। নতুন করে তাঁত শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য নিম্নলিখিত উদ্যোগগুলিনেওয়া হয়েছে :-

- ২০১৫ সালে ৭আগস্ট তারিখটিকে জাতীয় তাঁত শিল্প দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং প্রতি বছর তাউদযাপন করা হচ্ছে।

- ভারতীয় তাঁতশিল্পের একটি নিজস্ব ব্র্যান্ডের সূচনা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে উৎপাদিতপণ্যদ্রব্যের গুণমান, নক্শা, রং, তন্তু এবং অন্যান্য বিষয়গুলি গ্রাহকদের আকর্ষণকরবে।

- প্রায় একহাজার তাঁত শিল্পীকে সঙ্গে নিয়ে দু'কোটি টাকা পর্যন্ত পরিকাঠামো ব্যয়ে হ্যান্ডলুমক্লাস্টার গড়ে তোলা হয়েছে। এখানে প্রশিক্ষণ, সংরক্ষণ, ইন্টারনেট সহ অফিস রুম,বিশ্রাম কক্ষ, ঋণ এবং যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা রয়েছে।

- এছাড়া। তাঁতশিল্পের নতুন ধরণের নক্শা, রং করার পদ্ধতি এবং উন্নতমানের বয়নের জন্য টেকনিক্যালসহায়তা এক্সদেওয়া হচ্ছে। দক্ষ ভারত কর্মসূচির আওতায় তাঁত শিল্পকে অন্তর্ভুক্ত করাহয়েছে।

- ইন্ডিয়ানইন্সটিটিউট অফ হ্যান্ডলুম টেকনলজি এবং উইভারস্ সার্ভিস সেন্টারগুলিকে শক্তিশালীকরা হয়েছে। হ্যান্ডলুমের ডিপ্লোমা কোর্সকে ডিগ্রি পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে এবংসিলেবাসেও পরিবর্তন করা হয়েছে।

- হ্যান্ডলুমদ্রব্যের বিপণনের উন্নতিকল্পে ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ ফ্যাশন টেকনলজির সহায়তায় যুবপ্রজন্মের বদলে যাওয়া রুচি এবং অর্থবান গ্রাহকদের চাহিদা অনুসারে হাল-ফ্যাশনেরহ্যান্ডলুম দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

- ন্যাশনালহ্যান্ডলুম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের মাধ্যমে বাজারের থেকে কম দামে সুতো, রং,রাসায়নিক এবং তাঁতের অন্যান্য সরঞ্জাম সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁতশিল্পীদের জন্য আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করে কাপড়ের নক্শায় বদল টেকনিক্যালপ্রশিক্ষণ, বিমা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

- বাজারে বড় বড়দোকান এবং বুটিক মালিকদের সঙ্গে করিৎকর্মা যুব তাঁত শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়েদেওয়া হচ্ছে, ই-মার্কেটিং-এর মাধ্যমে তাঁতজাত দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছে।'স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া' এবং 'স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া' প্রকল্পের আওতায় তাঁতি পরিবারেরশিক্ষিত যুবকরা যাতে মুদ্রা ব্যাঙ্কের সহায়তার মাধ্যমে ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগ গড়েতুলতে পারে, তার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং ডিজিটাল ভারত কর্মসূচির মাধ্যমে তাঁদেরবাজারের সঙ্গে সংযোগ ঘটানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় জাতীয় তাঁত শিল্প দিবস দেশে তাঁত শিল্পের এক বিখ্যাত গুরুত্বপূর্ণকেন্দ্র বারাণসীতে উদযাপন করা হয়েছিল। ভারতের সব বাবা-মা-ই তাঁদের কন্যার বিবাহেবেনারসী শাড়ি দিতে চান। তৃতীয় জাতীয় তাঁত শিল্প দিবস উদযাপিত হয়েছিল গুয়াহাটিতে।যেখানে অসমের সুয়ালকুচির বিখ্যাত মুগা রেশমের কাপড়ের জন্য এই স্থানটিও তাঁতশিল্পের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসাবে বিবেচিত হয়।

তাঁত শিল্প যে শুধুমাত্র আমাদের দেশে সমৃদ্ধি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তাই নয়,লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকাও এর ওপর নির্ভরশীল। তাই এই শিল্পের উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদীভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন। তাঁতিরা যে শুধু তাঁদেরগ্রাহকের পছন্দের নতুন নক্শা ও উন্নতমানের শাড়ি-কাপড় বুনবেন তাই নয়, তাঁদের তারজন্য উন্নত কাঁচামালের ব্যবস্থা করতে হবে, কম সুদে ও সহজ পদ্ধতিতে তাঁদের জন্যঋণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাঁদের উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যের বিপণনের জন্য ই-কমার্সএজেন্সিগুলিকে উদ্যোগী হতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের বস্ত্রবয়ন মন্ত্রকের আওতায়হ্যান্ডলুম ডেভেলেপমেন্ট কমিশনারদের উইভারস্ সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে তাঁতশিল্পের উন্নয়নে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। প্রত্যেক গ্রাহককে অন্তত সপ্তাহেএকদিন করে তাঁতজাত দ্রব্য পরিধান করতে হবে, বিভিন্ন ধরণের উৎসবে তাঁতজাত দ্রব্যব্যবহার করতে হবে। তবেই তাঁত শিল্পীদের কল্যাণ এবং জীবন-জীবিকা সুনিশ্চিত হবে।

জাতীয় তাঁত শিল্প দিবস উদযাপনকে প্রত্যেক ভারতীয়র কাছে আমাদের সংস্কৃতি ওঐতিহ্যকে সম্মান জানানোর এক সুযোগ হিসাবে দেখতে হবে। এছাড়া, আমাদের দেশেরপ্রতিভাবান এবং সুদক্ষ তাঁত শিল্পীদের নানাভাবে সমর্থন করাকে কর্তব্য হিসাবে দেখাদরকার। সহায়তার শৃঙ্খলে 'মেক ইন ইন্ডিয়া', 'দক্ষ ভারত', 'ডিজিটাল ভারত', স্টার্টআপ ইন্ডিয়া', 'স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া', 'মুদ্রা ব্যাঙ্ক' প্রভৃতি উদ্যোগকে তাঁতশিল্পীদের ক্ষমতায়নের জন্য তাঁদের দক্ষতা, আয় ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগী হতেহবে। এর মাধ্যমেই 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'-এর উদ্যোগ ও মহান স্বপ্ন সফল হবে।

লেখক – অবসর প্রাপ্ত আই এ এস আধিকারিক, বস্ত্রবয়নমন্ত্রকের প্রাক্তন সচিব।

- মতামত নিজস্ব

(Release ID: 1505980) Visitor Counter : 2

Background release reference

রুটির পরেই মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রয়োজন হচ্ছে কাপড়ের